পাক্ষিক

আহ্‌মদী

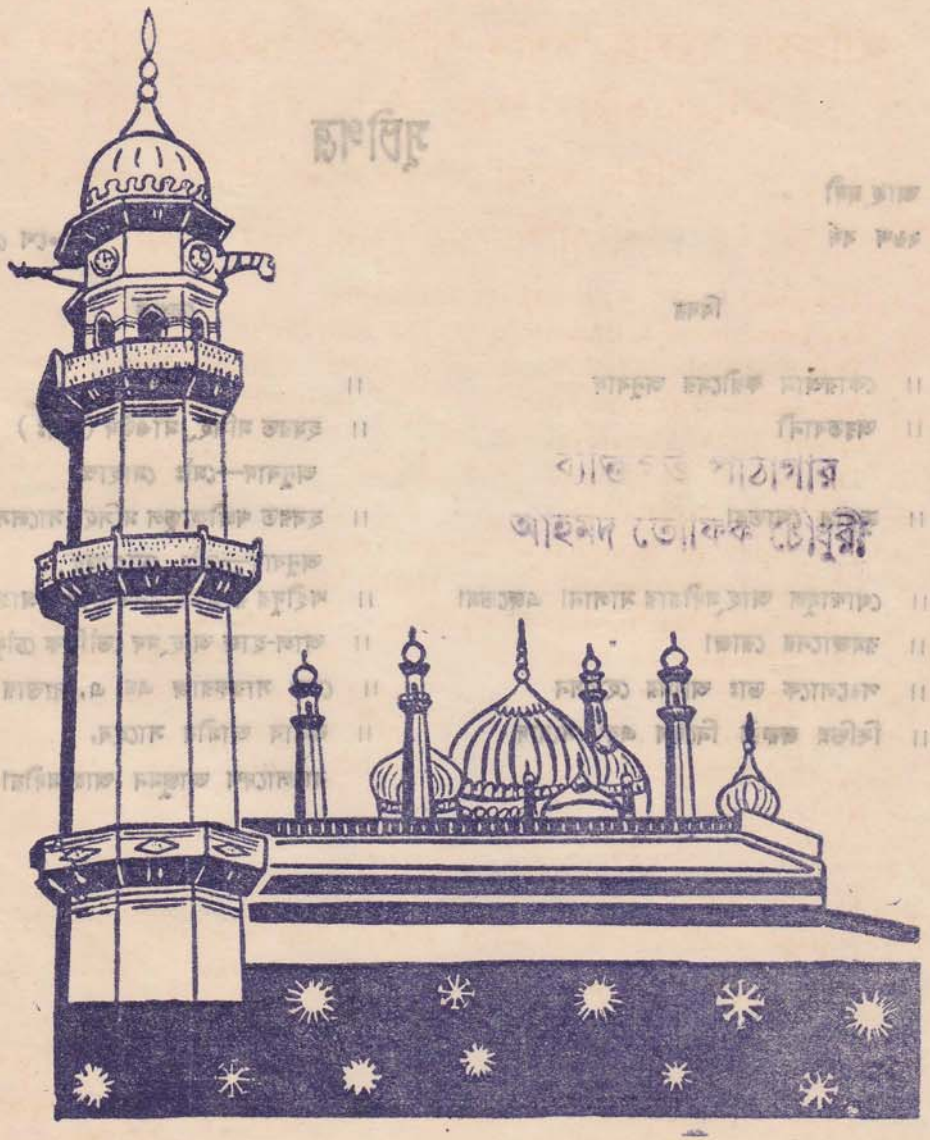

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তোফিক চৌধুরী

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

৯ম ও ১০ম সংখ্যা

১৫ই আশ্বিন, ১৩৭৯ বাংলা : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ ইং : ৩০শে তবুক, ১৩৫১ হিজরী শামসী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত ৬'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ ১৪ শিলিং

সূচীপত্র

আহ্‌মদী
২৬শ বর্ষ

৯ম ও ১০ম সংখ্যা
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ —	॥ ১
॥ অহিতবানী	॥ হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ) অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মদ	॥ ৩
॥ জুমার খোতবা	॥ হযরত খলীফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ) অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মদ	॥ ৫
॥ খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সালানা এজতেমা	॥ শহীদুর রহমান, মুনতাযেম (আহবায়ক)	॥ ১৭
॥ রমজানের রোজা	॥ আল-হাজ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	॥ ১৮
॥ পরলোকে ডাঃ আমির হোসেন	॥ মোঃ সারফরাজ এম, এ, সাত্তার	॥ ২১
॥ বিভিন্ন জরুরী নির্দেশ এবং সংবাদ	॥ জনাব আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়া	॥ ২৩

بسم الله الرحمان الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২৫শ বর্ষ : ৯ম ও ১০ম সংখ্যা :
১৫ই আশ্বিন, ১৩৭৯ বাং : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ ইং : ৩০শে তবুক, ১৩৫১ হিজরী শামসী :

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

॥ সুরা কাহ্‌ফ ॥

৪র্থ রুকু

২৪॥ এবং তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে কদাচ এইরূপ বলিও না যে আমি নিশ্চয় ইহা আগামী কাল করিব।

২৫॥ বরং শুধ (এইরূপ বলিও) য, আল্লাহ্ যেরূপ চাহিবেন (আমি সেইরূপ করিব) এবং যখন তুমি ভুলিয়া যাও তখন তোমার রবকে স্মরণ কর এবং (লোকগণকে) বল (পরিণামে তিনি আমাকে সফলকাম করিবেন এবং) এমন রাস্তায় পরিচালিত করিবেন, যাহা হেদায়াত পাওয়ার দিক দিয়া (আমার

মনোনীত পথ অপেক্ষা সফলতা লাভের জন্য) নিকটতর হইবে।

২৬॥ এবং (তাহাদের কেহ এইরূপও বলে যে) তাহারা তাহাদের বিশাল গুহায় তিন শত নয় বৎসর অবস্থান করিয়াছিল।

২৭॥ তুমি (তাহাদিগকে) বল, তাহারা যে কত কাল গুহা প্রদেশে অবস্থান করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সবচেয়ে ভাল জানেন। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় একমাত্র তাঁহারই অধিকারভুক্ত, তিনি সর্বউত্তম দ্রষ্টা এবং সর্বউত্তম শ্রোতা। তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই, এবং তিনি স্বীয় আদেশ এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে কাহাকেও (স্বীয়) শরীক রাখেন না।

২৮॥ এবং, তোমার রবের কিতাবের যে অংশ তোমার নিকট ওয়াহী (দ্বারা অবতীর্ণ) করা হয়, তাহা তুমি (লোকদের সম্মুখে) পাঠ কর, তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করার ক্ষমতাধীকারী কেহ নাই, এবং তুমি কখনও তিনি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয়স্থল পাইবে না।

২৯॥ এবং (হে মুসলমান !) তুমি নিজেকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত রাখিও, যাহারা তাহাদের রবকে তাঁহারই সন্তোষ লাভের আশায় সকাল সন্ধ্যা ডাকিয়া থাকে এবং সাবধান ! তোমার চক্ষুদ্বয় যেন তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া আগে অতিক্রম করিয়া না যায়, তাহা হইলে তুমি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যকামী হইবে। এবং আমরা যাহার হৃদয়কে আমাদের স্মরণ হইতে উদাসীন করিয়া দিয়াছি এবং যে নিজের নীচ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে এবং যাহার বিষয় সীমাতিক্রম করিয়া গিয়াছে তুমি তাহার অনুগামী হইও না।

৩০॥ এবং তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, তোমাদের প্রভুর সমীপ হইতে নিশ্চিত সত্য সমাগত হইয়াছে। সুতরাং (এখন) যাহার ইচ্ছা গ্রহন করুক এবং যাহার ইচ্ছা (ইহাকে) অস্বীকার করুক। আমরা নিশ্চয় যালেমগণের জন্য এমন অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহার (বেস্টনকারী) বেড়া (এখনই) তাহাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। যদি তাহারা সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করে, তবে এমন গলিত তামার ন্যায় (ফুটন্ত) পানি দিয়া তাহাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হইবে, যাহা তাহাদের মুখমণ্ডলকে ঝলসাইয়া দিবে, উহা বড়ই মন্দ পানীয় এবং বড়ই মন্দ বিশ্রামস্থল।

৩১॥ নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং (সময়োপযোগী) সৎকাজ করিয়াছে (তাহারা উত্তম বিনিময় প্রাপ্ত হইবে), যাহারা উৎকৃষ্ট কাজ করিয়াছে, আমরা কখনও তাহাদের কর্মফল বিনষ্ট করিব না।

৩২॥ তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী বাগানসমূহ রহিয়াছে, যাহার তলদেশ দিয়া নদীসমূহ প্রবাহমান। উহাতে তাহাদিগকে সোনার কাঁকন দ্বারা অলংকৃত করা হইবে। এবং তাহারা চিকন ও ভারী রেশমের সবুজ বস্ত্রসমূহ পরিবে, তথায় সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর ঠেস দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে। ইহা উত্তম পুরস্কার এবং ইহা উৎকৃষ্ট বিশ্রামালয়।

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

(১)

১৮৬৮ অথবা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে উর্দু ভষায় এক আশ্চর্য এলহাম হইয়াছিল এবং উক্ত এলাহামের উপলক্ষ্য নিম্নরুপ ছিল ঃ

মৌঃ আবু সঈদ মোহাম্মদ হোসেন সাহেব বাটালবী কোন সময় এই অধমের সহিত একই মক্তবে পড়িত। তিনি যখন নূতন নূতন মৌলভী হইয়া বাটালায় আসিলেন এবং তাঁহার চিন্তাধারা বাটালার অধিবাসীগনের অপছন্দ হইল. তখন কোন এক ব্যক্তি উক্ত মৌলভী সাহেবের সহিত মতভেদের মসলা লইয়া বিতর্ক করিবার জন্য এই অধমকে বড়ই পীড়া পীড়ি করিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া এই অধম সেই ব্যক্তির সহিত সন্ধ্যা বেলা উক্ত মৌলভী সাহেবের বাড়ীতে পৌঁছিল। মৌলভী সাহেব এবং তাঁহার পিতাকে মস্‌জিদে পাওয়া গেল। সংক্ষেপে বলিতে, উক্ত মৌলভী সাহেব যে বক্তৃতা দিতেছিলেন, উহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে; তাহার কথার মধ্যে কোন বাড়াবাড়ি বা অপত্তিকর কিছু নাই। সুতারং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমি বিতর্ক পরিহার করিলাম। রাত্রিকালে খোদাওন্দ করীম স্বীয় এলহামে উক্ত বিতর্ক পরিহারের বিষয়ের দিকেইঙ্গিত করিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ঃ—

"তোমার খোদা তোমার এই কার্যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি তোমাকে বহু বরকত দিবেন, এমনকি বাদ্‌শাহ্ তোমার পরিচ্ছদ হইতে বরকত অন্বেষন করিবেন,,।"

অতঃপর কাশ্‌ফী জগতে ঐ সকল বাদশাহ্, যাহারা অশ্বারুঢ় ছিল, আমাকে দেখানো হইল। যেহেতু খোদা এবং তাঁহার রসুলের জন্যই নম্রতা এবং বিনয় অববম্বন করা হইয়াছিল, সেই জন্য সেই পরম অনুগ্রহকারী ইহা চাহিলেন না যে ঐ কার্যকে পুরুস্কার বিহীন ছাড়িয়া দেন।

(২)

আমাকে মহামহীয়ান আল্লাহতায়ালা এই শুভ সংবাদ দিয়াছিলেন যে, তিনি কতক আমীর এবং বাদশাহ্‌গনকেও আমার সমপ্রদায় ভুক্ত করিবেন, এবং তিনি আমায় বলিয়াছেন ঃ—

'আমি তোমাকে বরকতের উপর বরকত দিব, এমনকি বাদশাহ্ তোমার পরিচ্ছদ হইতে বরকত অনুসন্ধান করিবে।

(কাশ্‌ফী জগতে আমাকে ঐ সকল বাদ্‌শাহ্‌ দেখানো হইল যাহারা অশ্বপৃষ্টে সওয়ার ছিল এবং আমাকে বলা হইল যে, ইহারাই সেই সকল জন, যাহারা স্বীয় স্কন্ধে তোমার এতায়াতের জোয়াল উঠাইবে এবং খোদা তাহাদিগকে বরকত দিবেন।)

(৩)

এই সকল বরকত অনুসন্ধানকারী তোমার বয়াতে দাখিল হইবে এবং তাহাদের বয়াতে দাখিল হওয়ার সহিত বস্তুত রাজ্য এই কওমের-ই হইবে।

পুনঃরায় আমাকে কাশফের রঙ্গে ঐ সকল বাদ্‌শাহ্‌ দেখানো হইয়াছিল। তাহারা অশ্বপৃষ্টে সওয়ার ছিল এবং সংখ্যায় ছয়—সাতের কম ছিল না। (আল্‌হাকাম জিলদ ৬, নং ৩১ —২৪-শে অক্টবর ১৯০২ খৃষ্টাব্দ।)

(৪)

আমি এক শুভ স্বপ্নের মধ্যে মুখলেস মোমেন এবং ন্যায়বিচারক ও সৎকর্মশীল বাদসাহ্‌গণের এক জামাত দেখিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে কতক এই দেশ (হিন্দ)-এর ছিল এবং কতক আরবের, কতক পারস্যের এবং কতক শ্যামের এবং কতক রোমের এবং কতক অপরাপর এলাকার ছিল, যাহাদিগকে আমি চিনি নাই। ইহার পর খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে আমাকে জানানো হইল যে ইহারা তোমার তসদিক করিবে, তোমার উপর ঈমান আনিবে, তোমার উপর দরুদ পড়িবে এবং তোমার জন্য দোয়া করিবে এবং আমি তোমাকে বহু বরকত দিব, এমনকি বাদশহ্‌ তোমার পরিচ্ছদ হইতে বরকত অনুসন্ধান করিবে এবং আমি তাহাদিগকে মুখলেসগণের মধ্যে দাখিল করিব। ইহা ঐ স্বপ্ন যাহা আমি দেখিয়াছিলাম এবং সেই এলাহাম্‌, যাহা সর্বজ্ঞানী খোদার পক্ষ হইতে আমার নিকট হইয়াছিল।

(তাযকেরা নব সংস্করণ — ৯ হইতে ১১ পৃষ্টা)

অনুবাদ — মোহাম্মাদ

জুমার খুতবা

সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)
রাবওয়া ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ ইং

আল্লাহতায়লার সাহায্য চরম কুরবানী পেশ করার এবং মহা উৎকণ্ঠার সময়ে ধৈর্য ও স্থৈর্য দেখাইবার পর অবতীর্ণ হয়।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করেনঃ—

و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ٥

"এবং তোমরাই প্রবল হইবে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।" (সুরা এমরান—১৪০ আয়াত)।

و من يعمل من الصالحات و هو مؤمن
فلا يخاف ظلما و لا هضما ٥

"এবং যে নেক আমল করে এবং সে বিশ্বাসী, তাহার জুলুম ও ক্ষতির ভয় নাই।"

(সুরা তাহা—১১৩ আয়াত)।

و من الناس من يعبد الله على حرف
فان اصابه خيرا طمان به ط و ان
اصابته فتنة انقلب على وجهه - خسر
الدنيا و الاخرة -

"এবং মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে; যে কিনারায় দাঁড়াইয়া আল্লাহর এবাদত করে; অতঃপর যদি কল্যান আসে, সে ইহাতে সন্তুষ্ট হয় এবং যদি সে পরীক্ষায় পড়ে, সে তাহার (পুরাতন) পথে ফিরিয়া যায়; সে ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই হারায়।

(সুরা হজ্জ—১২ আয়াত)

فلا تعجل عليهم ط انما نعد لهم عدا ٥

"সুতরাং তুমি তাহাদের সম্বন্ধে তারাতাড়ি করিও না; আমরা পূর্ণ হিসাব রাখিতেছি।"

(সুরা মরিয়ম—৮৫ আয়াত)

পরে হুজুর (আইঃ) বলেনঃ—

আল্লাহতায়ালা বিশ্বাসীগনের সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে তাহারা যদি তাহাদের দায়িত্ব পালন করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং দুনিয়ার কোন শক্তি এবং শয়তানের কোন পরিকল্পনা তাহাদের বিরুদ্ধে সফল হইবে না।

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যদি তোমরা নেক আমল কর এবং সময়োপযোগী কাজ কর, তাহা হইলে তোমাদের এ ভয় থাকিবে না যে কোন শক্তি তোমাদের উপর যুল্ম করে এবং তোমাদের এ আশঙ্কা থাকিবে না যে আল্লাহতায়ালার কানুন অনুযায়ী তোমাদের নেক আমলের ফলে তোমরা যে সকল হকের অধিকারী হও, উহা কেহ নষ্ট করে। সংক্ষেপে বলিতে, না কোন যুলুমের আশঙ্কা থাকিবে, না হক নষ্ট হইবার ভয়।

কিন্তু আল্লাহতায়ালা মৌখিক দাবী মানেন না। যাহাকেই আল্লাহতায়ালা মুখ দিয়াছেন, সেই কোন না কোন দাবী করিতে পারে। দাবী করা কঠিন কাজ নহে। কথা হইল তাহার দাবী কতখানি সত্য। ইহা তাহার আমল হইতে প্রতিপন্ন হইবে। কারণ কেবল মৌখিক দাবী নিরর্থক।

এতদ্বারা সাফল্য লাভ করা যায় না। দাবীর সহিত প্রয়োজন ঈমান এবং নেক আমল এবং নেক আমলে দৃঢ়তা। আল্লাহতায়ালার সহিত প্রেমের সম্বন্ধও মজবুত হওয়া চাই। এই সম্বন্ধের মধ্যে বিশ্বস্ততা এবং পদক্ষেপ দৃঢ় হওয়া চাই। প্রত্যেক পরীক্ষায় মানুষকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। তবেই সে আল্লাহতায়ালার প্রেম এবং সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে। ইহার পরিবর্ত্তে কেবল মৌখিক দাবীর দ্বারা মহা নেয়ামত সমূহ যাহার বাড়া জগতে কিছু নাই, মানুষ কখনও লাভ করিতে পারে না।

মোমেনের যে সকল পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, কুরআন করীমে উহা কয়েক প্রকারের দেখা যায়। এ বিষয়ে কুরআন করীমে বিশেষ আলোকপাত করা হইয়াছে। যথা—এক প্রকারের পরীক্ষা, আল্লাহ্‌তায়ালার অমোঘ বিধান ও নিয়তির আকারে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। এক পরীক্ষা-শয়তানী প্ররোচনার মোকাবেলায় দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে আঁঃ হযরত (সাঃ)-এর জীবনকে নিজেদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করিতে এবং পাকা ঈমানদারগনকে সেই ফেতনা দুর করার চেষ্টায় রত দেখি। এক পরীক্ষা—মুনাফেকগনের মুনাফেকানা আক্রমনকে প্রতিহত করার আকারে দেখি। মোমেনদের আর এক পরীক্ষা লওয়া হয়, যাহাতে কাফেরগণ তাহাদিগকে পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার পরিকল্পনা করে। শেষোক্ত পরীক্ষার ব্যাপারে অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে ইসলামের দুশমনগণ মুসলমান নামে যাহারা অভিহিত-তাহাদিগকে পার্থিব ও জড় শক্তির সাহায্যে বিলুপ্ত করিতে চাহে, আল্লাহতায়ালার সাহায্য আসরের সময়ে অবতীর্ণ হয়। ইহার অর্থ এই যে এক দীর্ঘ সময় সঙ্কট, পরীক্ষা, দুঃখ, মহা উৎকণ্ঠা ও বিপদের মধ্যে অতিবাহিত হয়। মানুষকে কষ্ট সহ্য করিতে হয় এবং জান দিতে হয়। যখন জাতীয় অথবা সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের পরীক্ষা লওয়া হয়, তখন সকল প্রকার দুঃখ বরণ করিতে হয়। অতঃপর যখন মহা উৎকণ্ঠা উহার শেষ সীমায় পৌছে এবং বিশ্বাসী দেখে যে রাত্রির অন্ধকার মাথার উপর আসিয়া দিবা অবসান হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে না এবং মনে হয় যেন এখন রাত্রির এই অন্ধকার এই তামসরাশি তাহাদিগকে চির তমসার মধ্যে তলাইয়া দিবে এবং তাহারা অকৃতকার্যতার মুখ দেখিবে।

মোট কথা কষ্ট যখন সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন বিশ্বাসী তাহার ঈমানের দৃঢ়তায় এই উচ্চধবনী তোলে - (البقرہ-২১৫) متى نصر الله

—হে আমার রব! তুমি আমার পরীক্ষা লইয়াছ এবং আমি আমার পক্ষ হইতে তোমার পথে চরম কুরবানী পেশ করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও পশচাৎপদ হইব না। যদিও আমি মরিয়া যাই বা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাই তবুও আমি জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত কুরবানী করিয়া যাইব। কিন্তু হে খোদা! তোমার প্রতিজ্ঞাও তো ছিল। আমি কি আমার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলাম! না। আমি ইহা বরদাস্ত করিতে পারিব না। আমি এই লাঞ্ছনার কালিমাকে সহ্য করিতে পারি না। যদি সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে শেষ মানুষটিও মারা যায়, তবুও জাতি বা উম্মত বলিবে তাহারা তোমার পথে কুরবানী করিয়া যাইবে। কিন্তু

হে খোদা। এখন তো রাত্রি মাথার উপর নামিয়া আসিয়াছে। এই অন্ধকার কি আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে? তুমি যে আলোকের প্রতিজ্ঞা দিয়াছ, উহা কি আমাদিগের জন্য আমাদিগের পথকে আলোকিত ও সমুজ্জল করিবে না?

সুতরাং متى نصر الله ধ্বনী তুলিবার সময় তখনই যখন মানুষ মহা উৎকণ্ঠার অবস্থায় গিয়া পৌঁছায় অর্থাৎ যখন কষ্ট শেষ সীমায় পৌছায় এবং কুরবানী চরম আকারে দেওয়া হইয়া যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি কেন উদ্বিগ্ন হইতেছে? আমি তোমার পরীক্ষা লইয়াছি। তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞায় অটল রহিয়াছ, সুতরাং আমি কি প্রকারে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব কারণ আমি সত্য ওয়াদাকারী এবং সকল শক্তির অধিপতি। আমি তোমার নিকটে আছি। আমার সাহায্য তোমার নিকট পৌছিতেছে। অতঃপর সাফল্যের পর সাফল্য আসিতে থাকে।

কিন্তু মুসলমান হওয়ার দাবীদারগন যদি কোন যামানায় আসরের সময়ের অপেক্ষা না করে এবং নিজেদের পক্ষ হইতে চরম কুরবানী পেশ না করে অর্থাৎ এমন সময়ের অপেক্ষা না করে যখন বোধ হইতে থাকিবে যে আল্লাহতায়ালার সাহায্য না আসিলে তাহারা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহা হইলে এই অবস্থা না পৌছা পর্যন্ত আল্লাতায়ালার সাহায্য কিরূপে আসিবে?

তদনুযায়ী আল্লাহতায়ালা বলেন যে, যাহারা নিজদিগকে মোমেন বলে, তাহাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যাহারা অসৎ মন লইয়া এবাদত করে। সৃষ্টিকর্তার সহিত তাহাদর প্রেমের সম্বন্ধ দুর্বল হইয়া থাকে। যদি আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহের ফলে পরীক্ষামূলকভাবে তাহারা কিছু পার্থিব নেয়ামত লাভ করে, তাহা হইলে তাহারা খুশী হয়, এবং যদি কোন কষ্ট আসিয়া পৌঁছে, তাহা হইলে কষ্টের প্রারম্ভেই তাহাদের পদস্খলন হইয়া যায় এবং তাহারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে এবং সকল প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহতায়ালা বলেন যে, দুনিয়াতেও ঐ সকল ব্যক্তিই উন্নতি করে যাহারা দুনিয়ার জন্য চরম প্রচেষ্টা করে। কিন্তু তোমরা তোমাদের অসৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছ; সেইজন্য তোমরা পার্থিব দিক দিয়াও অকৃতকার্য হইয়াছ এবং তোমরা পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ অর্জনের জন্য চরম চেষ্টা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে কিন্তু তোমরা সে বিষয়েও অকৃতকার্য হইয়াছ। সুতরাং তোমরা ইহকাল ও পরকাল দুই-ই নষ্ট করিয়াছ। তোমাদের জন্য দীন ও দুনিয়ার অকৃতকার্যতা নির্ধারিত রহিয়াছে। তোমরা অন্যদের চেয়ে মন্দ হইয়াছ। তাহারা যদি দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ অর্জন করিবার কাজে ত্রুটি করে তাহা হইলে এমনি তো তাহারা দীনের নেয়ামত লাভ করিবে না; পক্ষান্তরে তাহারা পারলৌকিক জীবনের জন্য কোন কাজ করে না, সুতরাং তাহাদের সে বিষয়ে অকৃতকার্যতার কোন প্রশ্ন উঠে না এবং তাহারা পারলৌকিক নেয়ামত লাভ করে না, কারণ সেজন্য তাহারা কোন চেষ্টা করে নাই। তাহারা খোদাতায়ালাকে চিনে নাই। তাহারা খোদাতায়ালার গুণাবলীর তত্ত্ব উপলব্ধি করে নাই। তাহারা খোদাতায়ালার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের সঙ্কল্পই করে নাই। সুতরাং তাহাদের চেষ্টা এবং সংকল্পের ব্যর্থতার প্রশ্ন উঠে না। যদিও একথা সত্য যে, এই সকল লোক বড়ই হতভাগ্য, কারণ এই অসীম ও বড়ই প্রিয় জীবনের নেয়ামতসমূহ তাহারা

লাভ করিল না। কিন্তু ইহা সঠিক যে, আমরা বলিব কোন চেষ্টা ছিল না যাহা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু এখানে এমন এক ব্যক্তি আছে, যে সঠিকভাবে চেষ্টা করিলে এবং পারলৌকিক জীবনের জন্য যদি খোদা-তায়ালার সমক্ষে চরম কুরবানী পেশ করিত, তাহা হইলে সে ইহলৌকিক নেয়ামতসমূহেরও অধিকারী হইত অর্থাৎ যদি তাহার নিয়ত খোদাতালার সন্তোষলাভের জন্য হইত, তাহা হইলে সে পারলৌকিক এবং ইহলৌকিক উভয় কল্যাণই লাভ করিত। কিন্তু যে ব্যক্তি বাহ্যিক এবাদত করে এবং প্রেমের দাবী করিয়া মন্দ হৃদয় লইয়া আল্লাহ্-তায়ালার সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং প্রেম যে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, কুরবানী এবং উন্মাদনা চাহে, উহা তাহার মধ্যে সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে তাহার কর্মফল

خسر الدنيا والاخرة

ইহকাল ও পরকাল বিনষ্টের আকারে প্রকাশিত হয়।

আল্লাহ্তায়ালা সুরা আহযাবে এই কথার একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পরীক্ষার সময় মহা উৎকণ্ঠার অবস্থায় আপন রবের সহিত সম্বন্ধ পাকা রাখে, সে বিফল হয় না।

আল্লাহতালা বলেন ; —

(ইহার পর হুজুর সুরা আহ্যাবের ১০ নম্বর হইতে ১২ নম্বর আয়াত সমূহ এবং ১৬ নং, ২৩ ও ২৪ নং আয়াত সমূহ পাঠ করেন)।

আমি যেরূপ উল্লেখ করিয়াছি আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, অসৎ মন নিয়া আমার এবাদত নিষ্ফল। তোমাদের পরীক্ষা গ্রহন করা হইবে। তোমাদিগকে কষ্ট এবং ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। তোমাদিগকে এভাবে ঝাঁকানি দেওয়া হইবে যে, তখন আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদের জীবন এবং অস্তিত্বের কোন উপায় থাকিবে না। অপর দিকে তোমাদের অবস্থা এইরূপ হইবে যে, তোমরা বুঝিবে দুনিয়ার সকল সহায় টুটিয়া গিয়াছে। সফলতা দূরে যাউক তোমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নও শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন তোমরা উপলব্ধি করিবে যে, আমরা আল্লাহতায়ালার সাহায্য ছাড়া বাঁচিতে পারিব না এবং সফলও হইতে পারিব না। তদনুযায়ী এইরূপ ঝাঁকনি খাওয়ার এবং পরীক্ষায় দৃঢ় থাকার পর তোমরা আসরের সময় আল্লাহতায়ালার আওয়ায—

"الا ان نصر الله قريب"

ঐদেখ নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী" (সুরা বকর —২১৫) শুনিতে পারিবে।

যদি আমরা ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে এ কথা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, আমি রূপকভাবে যে আসরের সময় উল্লেখ করিয়াছি, ঠিক সেই সময়েই আল্লাহতায়ালার সাহায্য সদা অবতীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ মক্কী জীবনের পর রূপক রঙে আছরের সময়ে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহার পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে মুসলমানদিগকে সর্ব প্রকার দুঃখ দেওয়া হয়, এমনকি আড়াই বৎসর কাল আঃ হযরত (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবা (রাঃ)-কে আবু তালেবের মহল্লায় অবরুদ্ধ রাখা হয় এবং তাঁহাকে পূর্ণভাবে বয়কট করা হয়। এমন কি মক্কার কাফেরগন উক্ত মহল্লায় খানাহারের কোন বস্তু পর্যন্ত প্রবেশ করিতে দিত না। যদিও আল্লাহতায়ালা মুসলমানদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার উপকরণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা বড় কঠিন ছিল। (যে খোদা তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার বন্দবস্ত করিতে পারিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে শক্ত সমর্থ থাকার ব্যবস্থা করিতেও সক্ষম ছিলেন। কিন্তু যেহেতু মুসলমানগনের পরীক্ষা লওয়া

হইতেছিল) সুতরাং তাঁহারা বড়ই কষ্টের মধ্যে ছিলেন। এক বুযুর্গ সাহাবী (রাঃ) বলিয়াছেন, একদা রাত্রিকালে একটি নরম বস্তুর উপর আমার পা পড়িলে, আমি উহা উঠাইয়া খাইয়া ফলিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি বলিতে পারি না যে উহা কি জিনিষ ছিল। মোট কথা তাহারা কষ্টের এই সীমা পর্যন্ত পৌছিয়াছিলেন। অবশ্যই আড়াই বৎসর কাল মানুষ না খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারেনা। ইহা পরিস্কার কথা যে কেবল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন ছিল, তাহা তাঁহারা পাইতেন কিন্তু ক্ষুধার পরীক্ষা তাঁহাদিগের বড়ই কঠোর ছিল। এ ছাড়া অপর পর কষ্টও তাঁহাদিগের ছিল। কিন্তু উহার বিবরণে আমি যাইব না।

পুনঃ যখন হিজরতের অনুমতি মিলিল, তখন কাফেরগণ মুসলমানগণের পিছনে লাগিল এবং বলিল তাহারা কেমন করিয়া আমাদের হাত হইতে বাঁচিবে, আমরা তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব। সুতরাং ইহাই সেই সময় ছিল যখন দুঃখ, কষ্ট, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও পরীক্ষা চরমে পৌঁছিয়াছিল। ফলে দুনিয়া বদরের মাঠে এই দৃশ্য দেখিল যে তিন শত কয়েকজন মুসলমানের মোকাবেলায় যে সকল কাফের তাহাদিগকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল, তাহারা নিজেদের প্রায় বড় বড় সরদারগণের মস্তক পিছনে ছাড়িয়া ভাগিয়া গেল। সুতরাং

الا ان نصر الله قريب

"ঐ দেখ আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী" ইহা এক অপূর্ব দৃশ্য ছিল, যাহা জগত বদরের মাঠে দেখিল। পুনঃ অনুরূপ দৃশ্য আমরা পরবর্তী যুদ্ধ সমূহেও দেখিয়াছি।

আমি যেরূপ পূর্বে বলিয়াছি, মুসলমানগণের জন্য বহু পরীক্ষা আছে, কিন্তু এখানে আমি যে বিশেষ পরীক্ষার কথা পাড়িয়াছি উহা হইল জড় শক্তি ও জড় উপকরণের দ্বারা দুশমনের হাতে মুসলমানদিগকে হত্যা করার ও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্তের পরীক্ষার কথা। অর্থাৎ পরীক্ষা এই যে দুশমন মুসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মুসলমানগণ ধৈর্য স্থৈর্য দেখাইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ আহযাবের যুদ্ধ। উপরুক্ত আয়াত গুলিতে এই যুদ্ধের বিবরণ আছে। আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন যে, মুসলমানগণ এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে অবস্থা যাহাই ঘটুক, তাহারা দুশমনকে পৃষ্ঠ দেখাইবে না। তাহারা সকল অবস্থায় দুশমনের মোকাবেলা করিবে এবং তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না। বস্তুতঃ এইরূপ অবস্থাই আহযাবের যুদ্ধে ঘটিয়াছিল। প্রায় সমস্ত আরব একত্রিত হইয়া এই গরীব সম্বলহীন, অসহায় মুসলমানগণকে হত্যা করিবার জন্য সেখানে জমা হইয়াছিল এবং তাহারা মদীনা শহরকে অবরোধ করিল। মুসলমানগণের এরূপ অবস্থা যে, তাহারা ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধিয়া চলিত। অপর দিকে মুসলমান স্ত্রীলোকগণের অবস্থা এমন ছিল যে তাহাদিগকে যেখানে একত্রিত করা হইয়াছিল, সেখানে তাহাদিগের হেফাযতের জন্য মুসলমান সিপাহী ছিল না, কারণ অন্যত্র তাহাদিগের বেশী প্রয়োজন ছিল। মুসলমানগণ তাহাদিগের স্ত্রীলোকদের বলিলেন আজ তোমাদিগের ইজ্জতের পরীক্ষা। খোদা দেখিতে চাহেন যে মুসলমান স্ত্রীলোকগণ আল্লাহর পথে নিজেদের ইজ্জত কুরবান করিতে প্রস্তুত আছে কি না। তোমরা আজ এই পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও। তদনুযায়ী তাহারা প্রস্তুত হইল।

পুনঃ যখন সেই বিরাট বাহিনী, যাহা ইসলামকে ধ্বংস করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছিল এবং কাফেরগণের ইচ্ছা চরমে পৌঁছিল

এবং তাহারা মনে করিল এখন তাহারা জয়যুক্ত হইবে এবং মুসলমানগণ পরাভূত হইবে এবং অপর-দিকে মুসলমানগণের অবস্থা মহা উৎকণ্ঠার পর্যায়ে পৌঁছিল এবং তাহারা বলিতে লাগিল যে যদি এখন খোদার সাহায্য না আসে, তাহা হইলে তাহারা মারা পড়িবে, ঠিক সেই সময়ে খোদার সাহায্য আসিল এবং ফেরেস্তাগণ সেই সাহায্য আকাশ হইতে লইয়া অবতীর্ণ হইল এবং যমিনের বস্তুনিচয়ের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করিল। সেই সকল বস্তু, যেগুলির প্রত্যেক অনুপরমানুকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল, মানুষ যাহাতে সে গুলিকে আয়ত্ত করিতে এবং ওগুলির উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সেরা প্রভু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর হেফাযত এবং তাঁহার সাফল্যের জন্য তাহারা হুকুম পাইল। ফলে মুসলমানগন, যাঁহাদের প্রত্যেক অস্তিত্ব বিন্দু হইতে "متى نصر الله" "কখন আল্লাহর সাহায্য আসিবে?" প্রশ্ন উত্থিত হইতেছিল, ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল যে ঐসকল বস্তু, সমস্ত যমীন এবং উহার অনু পরমানু সবই হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর দাস। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিলেন আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি এবং তোমরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ কারণ আমি তোমাদের উৎকণ্ঠাকে চরমে পৌঁছা-ইয়াছি এবং তোমাদের পরীক্ষা চরমে পৌঁছিয়াছে, তোমাদের কষ্টকে মানুষ কল্পনা করিতে পারে না, আমি তোমাদের পরীক্ষা এ জন্য গ্রহণ করি নাই যে তোমাদিগকে পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব, বরং এই জন্য যে এতদ্বারা খোদাতায়ালার কুদরতের হস্ত প্রকাশিত হউক এবং জগত আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেমের সেই দৃশ্য দেখুক যাহা তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁহার অনুসরনকারী গনের জন্য পোষন করেন।

লক্ষ্য করুন আরবের সকল কবিলা দুর্বলদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য একত্রিত হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু দুর্বল মুসলমানের দল পেটে পাথর বাঁধিয়াছিল তবু তাহারা দুশমনদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই। তাহারা পলাইয়া যায় নাই। তাহারা অপমান জনক সন্ধির জন্য হস্ত বাড়ায় নাই। তাহারা দুর্বলতা দেখায় নাই তাহারা শেরকের দিকে ঝুঁকে নাই যে আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া আর কাহারও নিকট আশ্রয় তালাশ করে। তাহারা বলিল আমাদের অবলম্বন মাত্র একটি। যদি উহা লাভে সক্ষম হই তাহা হইলে আমরা ইহজগতে সফলকাম হইব এবং যদি ইহলোক হইতে চলিয়া যাই, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় পরলোকের পুরস্কার লাভ করিব। বস্তুতঃ সেই সত্যকার অবলম্বন (আল্লাহ) তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। যে সময়ে দুশমন বিজয়ের আশায় বসিয়াছিল এবং আনন্দে বিহ্বল হইতেছিল আল্লহ্‌তায়ালার পরম কুদরতে যমীন এবং আকাশে এক অপূর্ব পরিবর্তন ঘটিল এবং যাহারা মুসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিতে আসিয়াছিল তাহারা ভাগিয়া গেল। বালির কতকগুলি কনাই বলুন, হাওয়ার কিছু প্রচণ্ডতাই বলুন অথবা ফেরেস্তাগন দুশমনদের মনে যে দুর্বলতার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং মুসলমানদের যে প্রভাব ছড়াইয়াছিল উহাই বলুন মোট কথা এ সকলই আল্লাহ্‌—তায়ালার প্রেমের প্রকাশ ছিল, যাহা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইল। কিন্তু দুশমন অবরোধের প্রথম দিনেই ভাগে নাই অথবা দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় দিনে ভাগে নাই। আল্লাহ্‌তায়ালার উক্ত কুদরতের দৃশ্য কয়েক-দিন পরে নজরে আসিল।

ইয়ারমুকের যুদ্ধের ঘটনা লউন। এই যুদ্ধ পাঁচ দিন চলিয়াছিল এবং খোদার শান দেখুন, খালেদ বিন ওলীদকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আশীসে

আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে চার দিন পর্যন্ত পরীক্ষার পর্যায় চলিবে অর্থাৎ তাঁহার মস্তিস্কে এই ধারণা প্রথম হইতেই বর্তমান ছিল যে চারদিন দুশমনের এবং পঞ্চম দিন আমার হইবে অর্থাৎ তিন প্রহর দুশমনের হইবে এবং চতুর্থ প্রহর আমার হইবে। তদনুযায়ী দুশমন তাহার বাহুবলে, সংখ্যাধিক্যে এবং অস্ত্রের জোরে মুসলমানদিগকে ধাক্কা দিয়া তাহাদের তাঁবু পর্যন্ত হটাইয়া লইয়া যাইত। মুসলমানদের এই অবস্থা দেখিয়া আত্মোৎসর্গকারীনী ফেদাই মুসলমান মেয়েরা তাঁবুর ডাণ্ডা লইয়া মুসলমান পুরুষদের মাথায় আঘাত করিয়া ফিরাইয়া দিত এবং বলিত তোমরা এখানে কি করিতে আসিয়াছ। এইভাবে দ্বিতীয় দিন এবং পরের দুই দিনও চলিল। এই যুদ্ধে কতকজন মুসলমান শহীদ হইয়াছিলেন যাঁহাদের মধ্যে আকরামা (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগনও শামিল ছিলেন। কিন্তু কোন মুসলমান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই। এমনকি আকরামা (রাঃ)ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই, যিনি মক্কা বিজয় কাল পর্যন্ত ইসলামের দুশমন ছিলেন। কারণ তিনি ও তাঁহার ন্যায় অপর মুসলমানের অন্তরও বদলাইয়া গিয়াছিল। অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আলো আসিয়া অন্ধকারের স্থানকে অধিকার করিয়াছিল। যে ইসলামের দুশমন ছিল, তাহার অন্তরে ভালবাসার সৃষ্টি হইয়াছিল। আকরামা (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ এই চিন্তায় জলিতেছিলেন যে, তাঁহারা ইসলামের বিরুদ্ধে মুশমনীর কলঙ্ক-টিকা নিজেদের কপালে আঁকিয়া রাখিয়াছেন, খোদা জানেন, এই টিকা ধুইয়া ফেলিবার সুযোগ তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটিবে কি না।

সুতরাং যাহারা পরে ঈমান আনিয়াছিল তাহারাও দুশমনের মোকাবেলায় ভাগে নাই। কেহই কাপুরুষতা দেখায় নাই। তাহারা খোদাতায়ালার নিকট নিরাশ হয় নাই। তাহারা আল্লাহতালার সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করে নাই এবং কয়েকজন নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়া صدقوا ما عاهدوا الله عليه من قضى نحبه খোদাতাশালার সহিত নিজেদের প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল এবং এই প্রকারে তাহারা নিজেদের জন্য জান্নাতের উপকরণ তৈয়ার করিল এবং যাহারা জীবিত রহিল, তাহাদের জন্য বিজয়ের সরঞ্জাম সৃষ্টি করিয়া গেল।

যাহা হউক উক্তযুদ্ধে যখন মুসলমানদের উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছিল এবং রূপকের ভাষায় শেষ সময় অর্থাৎ আসরের ওয়াক্ত আসিয়া গেল তখন, ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, রুমীগণ পিছনে দেড় লক্ষ লাশ ফেলিয়া ভাগিয়া গেল। পক্ষান্তরে রুমীগণ প্রথম চারিদিন ভাবিতেছিল যে মুসলমানগন মুষ্টিমেয়, তাহারা কেমন করিয়া নিস্তার পাইবে। তাহারা ভাবিতেছিল যে তাহারা সংখ্যায় আড়াই লক্ষ এবং মুসলমানগণ মাত্র চল্লিশ হাজার। অতএব তাহারা মুসলমানগণকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। রুমীগণ এই সংকল্প লইয়া আসিয়া ছিল যে তাহারা যুদ্ধের ময়দানে সব মুসলমানকে হত্যা করিয়া ফেলিবে এবং তাহাদের কল্পনানুযায়ী এই ফেতনাকে চিরদিনের জন্য মিটাইয়া দিবে। কিন্তু যাহাকে তাহারা ফেতনা মনে করিতেছিল এবং যাহাকে তাহারা মিটাইতে চাইতেছিল, উহাই তাহাদের রক্তকে তাহাদের যমীনে সার বানাইয়া তাহাদের এলাকায় ইসলামের গাছ লাগাইয়া দিল। পরিণামে ঐ সকল গাছ পরবর্তীতে উত্তম ফল দান করিয়াছিল। দেখা যায় যে ছাগলের রক্ত গাছের গোড়ায় দিলে, উহা পচিয়া উত্তম সার হয়। তদনুযায়ী ইসলামের এই সকল দুশমন মানবতার কোন কাজে লাগে নাই সত্য, কিন্তু যখন

ইসলামের বাগান

এই সকল এলাকায় ল গিল, তখন তাহারা সারের উপকার দিল। তাহাদের বংশধরগণ চিন্তা করিত যে, ঐ সকল লোক কত উচ্চ ধ্বণী দিয়া বাহ্যিক কিরূপ সাহস, উৎসাহ ও উদ্দিপনা এবং সংকল্পের সহিত এবং পাদরীগণের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু তাহারা বিফল মনোরথ হইয় ছিল এবং খোদাতায়ালার কুদরতের হাত এবং তাঁহার প্রেমের প্রকাশ যুদ্ধের ময়দানেও তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ইসলামের দুশমনগণ হতভাগা ছিল, কিন্তু আমাদের জন্য তাহারা সৌভাগ্যের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিল এবং আমাদিগের জন্য সৌভাগ্যের মহলের দুয়ার খুলিয়া দিয়া গিয়াছিল।

তথাপি ইহা ঐ সময়ে ঘটিল, যখন মুসলম নদিগের উৎকণ্ঠা চরমে পাঁছিল, দুঃখ এবং কষ্ট শেষ সীমায় পাঁছিয় ছিল। ইহার পূর্বে আল্লাহ্‌তায়ালার পুরস্কার নাজেল হয় না। নতেৎ একজন দু ল ঈমানদার এবং একজন পাকা সাচ্চা মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করা যাইতে পারে না। যাহা হউক প্রত্যেক মুসলমান খোদাতায়ালার সহিত এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে দুশমনকে পিঠ দেখাইবে না। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার দাবীকে সম্পূর্ণরূপে যাচ ই করিয়া লয়েন, ততক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সাহায্য আসে না। সেই ব্যক্তিই পিঠ না দেখাইবার প্রতিজ্ঞা করিতে পারে, যে খোদাতায়ালার কুদরতের উপর পূর্ণ ভরসা রাখে। তাই সে বলে, যাহাই ঘটুক না কেন, আমি দুশমনকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব না। সে জানে খোদাতায়ালার ওয়াদা নিশ্চয় পূর্ণ হইবে। কারণ তিনি সাচ্চা ওয়াদাকারী এবং পূর্ণ কুদরতের অধিপতি। ইহা কখনও হইতে পারে না যে, তিনি কোন সময়ে ওয়াদা পূর্ণ না করার ফয়সালা করিবেন। ইহা এক ত্রুটি এবং খোদাতায়ালা সকল প্রকার ত্রুটি হইতে মুক্ত। অনুরূপভাবে ইহাও হইতে পারে না যে, তিনি বলিবেন আমি তো আমার ওয়াদা পূর্ণ করিতে চাহি, কিন্তু ইহা আমার ক্ষমতার বাহিরে। কারন তিনি সব কুদরতের মালিক।

সুতারং তিনি সাচ্চা ওয়াদাকারী এবং পূর্ণ কুদরতের অধিপতি। অতএব তাঁহার উক্ত গুণাবলীর তংজ্ঞান লাভের পর মুসলমান এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে যে, সে আপন দুশমনকে পৃষ্ঠ দেখাইবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন ইহা সত্য আমি তোমাদের পরীক্ষা লইব। অতএব প্রথম যুগের পরবর্তী ইতিহাসেও আমরা দেখিতে পাই যে, আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে প্রত্যেক পরীক্ষার সময় সাচ্চা মুসলমান পৃষ্ঠ দেখায় নাই।

ইউসুফ বিন তাশফীনের ঘটনা স্পেনের ইতিহাসকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আফ্রিকার অধিবাসী ছিলেন। আমি রূপক রঙে আসরের ওয়াক্তের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ঘটনা কার্যতঃ আসরের ওয়াক্তেই ঘটে, যখন তিনি আল্লাহ তায়ালার সাহায্য লাভ করিলেন।

এই ঘটনার বিবরণ এইরূপ। যখন স্পেনের অবস্থা খারাপ হইয়া গেল তখন মুসলমানগণ ইউসুফ বিন অশফীনের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইল। তখন তিনি প্রায় বার হাজার অশ্বারোহী ফৌজ লইয়া সেখানে পাঁছিলেন। খ্রীষ্টান বাদশাহ ষাট/সত্তর হাজার ফৌজ লইয়া আক্রমন করিল। ভীষন যুদ্ধ হইল। বাস্তবতঃ এই যুদ্ধে দুশমনের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইল। এই উপলক্ষ্যে ইউসুফ বিন তাশফীন মনে মনে প্রমাদ গণিলেন জীবনে হয়ত আজ

আমাকে প্রথম পরাজয় বরণ করিতে হইবে। কারণ দুশমনের চাপ খুব প্রবল ছিল। খ্রীষ্টানগণ মুসলমানগণের উপর আঘাত হানিতেছিল এবং তাহাদিগকে হত্যা করিতেছিল ও পিছু হটইয়া লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু এই প্রবল আক্রমন ও প্রচণ্ডতা সত্বেও মুসলমানগণ তাহাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছিল না। খ্রীষ্টানগণ ভাবিতেছিল আজ তাহারা জয়যুক্ত হইবে এবং স্পেন হইতে মুসলমানগণকে চিরবিদায় দিবে। ইউসুফ বিন তাশফীনের এই ঘটনা স্পেন হইতে মুসলমানগণের বহিস্কারের কয়েক শতাব্দী পূর্বের কথা। তখনও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা পরবর্তীকালে খুবই খারাপ হইয়া পড়ে এবং পরিণামে মুসলমানগণকে তাহাদের শৈথিল্য ত্রুটি এবং পাপের শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র গযবের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

যাহা হউক ইউসুফ বিন তাশফীন ভাবিতেছিলেন জীবনে তাঁহার এই প্রথম পরাজয় ঘটিতেছিল। অপর পক্ষে খ্রীষ্টান বাদশাহ্ ভাবিতেছিল যে, আজ খ্রীষ্ট ধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে ফয়সালা হইয়া গেল। আমরা মুসলমানদিগকে নিপাত করিয়া দিয়াছি। এই ব্যক্তি বাহির হইতে আপন মুসলমান ভাইদের সাহায্য করিতে আসিয়াছিল, আমরা তাহাকেও পরাজিত করিয়াছি।

মোট কথা আসর পর্যন্ত এই অবস্থা রহিল। সহসা আল্লাহতায়ালার ফেরেস্তাগণ এক নূতন শানে দেখা দিল। কারণ পবিত্র কুরআনে সুরা রহমানের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার

كل يوم هو فى شان

কুদরত সদা নব নব শানে প্রকাশিত হয়। তদনুযায়ী আসরের সময় খ্রীষ্টান ফৌজ ভাগিতে আরম্ভ করিল। অথচ ইতিপূর্বে তাহারা সমস্ত দিন মুসলমানদিগকে মারিতে এবং চাপিয়া রাখিতেছিল। কিন্তু মুসলমানদের কষ্ট যখন চরমে পৌঁছিয়া যাইতে লাগিল, তখন আল্লাহ্ তায়ালা, যিনি সচ্চা ওয়াদাকারী এবং পূর্ণ কুদরতের মালিক, তিনি মুসলমানদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিলেন। তিনি তাহাদের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। তাই তিনি বলিলেন যে, "তোমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, এখন তোমরা আমার পুরস্কার গ্রহণ কর"। ফলে রুমীগণ ভাগিয়া গেল এবং ইউসুফ বিন তাশফীন এবং তাঁহার সহযাত্রীগণ যদিও তাহাদের কিছু সংখ্যক শহীদ হইয়া গিয়াছিল এবং বাকী এমনি সংখ্যায় কম ছিল, তথাপি যেহেতু তাহারা ঈমানে মজবুত ছিল সেই জন্য তাঁহারা সারা রাত্রি দুশমনদিগকে হত্যা করিতে করিতে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি নদী ছিল। তাঁহাদের খেয়াল ছিল যে তাহারা সেখান পর্যন্ত তাহাদিগকে ধাওয়া করিবেন। ফলে দুশমনের ষাট সত্তর হাজার ফৌজের মধ্যে মাত্র পাঁচশত খ্রীষ্টান নদী পার হইতে পারিয়াছিল। সম্ভবতঃ তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ডাইনে এবং বামে ভাগিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই মারা পড়িয়াছিল। অতএব, দুশমন যে আসরের সময় পর্যন্ত নিজেকে জয়-যুক্ত মনে করিতেছিল, সে শুধু পরাজিতই হইল না বরং ধ্বংস হইয়া গেল। ইহা এই জন্য যে—

প্রভাত হইতে আসর পর্যন্ত যে জুলুম তাহারা মুসলমানদের উপর চালাইয়াছিল, উহা চরমে পৌঁছিয়াছিল। মুসলমানগণ প্রভাতেই বলিতেছিল খোদার ওয়াদা কেন শীঘ্র পূর্ণ হইতেছে না? কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা কোরআনে করিমে বলিয়াছেন

فلا تعجل عليهم

তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি করিও না।

ইহার অর্থ এই যে তোমরা খোদাকে বলিওনা যে, তোমার সাহায্য তাড়াতাড়ি পাঠাও এবং কাফেরগণকে শেষ করিয়া দাও, কারণ তাহারা আমাদিগকে কষ্ট দিতেছে, জখমী করিতেছে এবং হত্যা করিতেছে। আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন,

انما نعد لهم عدا

তোমাদের সহিতও এক ওয়াদা আছে যে আসরের সময়ে আমার সাহায্য আসিবে এবং কাফেরগণের সহিতও এক ওয়াদা আছে যে তাহাদিগকে এক সময় পর্যন্ত ঢিল দেওয়া হইবে। প্রকৃত পক্ষে এই দুই ওয়াদা একত্রে মিলিত হয়। যদি মুসলমানদের সহিত এই ওয়াদা থাকে যে, আসরের সময়ে তাহাদের নিকট আল্লহ্তায়ালার সাহায্য আসিবে, তাহা হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে, কাফেরদের সঙ্গেও এই ওয়াদা আছে যে তাহাদিগকে আসরের সময় পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হইবে না এবং সংশোধনের জন্য তাহাদিগকে অবসর দেওয়া হইবে। ইহাতে তাহারা স্বাধীনভাবে কার্য করিতে পারিবে।

অতএব আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, "তোমাদের

انما نعد لهم عدا

সহিতও এক ওয়াদা আছে, আমরা এক সময় নির্ধারিত করিয়াছি এবং ইহা সেই সময় যখন এক মুসলমান এবং এক কাফেরের পরীক্ষা লওয়া হইয়া যায়। যখন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মুসলমানের নিকট সাহায্য আসে তখন কাফেরের ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি হয়। অতএব তোমরা তাড়াতাড়ি করিও না কিম্বা সময়ের পূর্বে ঘাবরাইয়া যাইও না এবং এরূপ দোয়া করিও না যে, আমরা আর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না, তুমি আমাদের সাহায্য কর। এইরূপ করা ভুল। আল্লাহ্তায়ালা বলেন,

فلا تعجل عليهم

তাহাদের বিরুদ্ধে শীঘ্র ধ্বংস চাওয়া ভুল কথা। ইহা হইতে পারে না। যে সময় তোমাদের পরীক্ষা পুরা হইয়া যাইবে এবং তোমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে এবং তাহাদের ঢিল দেওয়ার সময় শেষ হইয়া যাইবে তখন একই সময় তোমরা সাহায্য লাভ করিবে এবং তাহাদের ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি হইয়া যাইবে।

সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা বলেন যে,

فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا

দুশমনের মোকাবেলায় তাড়াতাড়ি করিও না। আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য আসার সময় পর্যন্ত তোমাদিগকে ধৈর্য ও স্থৈর্য রাখিতে হইবে।

তোমরা সমস্ত ইসলামি ইতিহাস পরীক্ষা করিয়া দেখ, যখন মুসলমানগণ ঈমানের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল এবং ঐ সময়ও যখন তাহারা তুলনামূলক ভাবে ঈমানে কমজোর হইয়াগিয়াছিল উভয় অবস্থাতেই মুসলমানগণ আসর পর্যন্ত কুরবানী দিয়াছিল এবং তাহারা সফলকাম হইয়াছিল এবং যখন তাহারা সকাল ৭টা অথবা ৮টার সময় খোদাতায়ালাকে বলিয়াছে, "হে আল্লাহ্ তুমি আমাদিগকে শীঘ্র সাহায্য কর নাই, এখন আমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছি"; এম্নি তখন তাহারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং আমরা যখন কোরআন জানার দাবী করি, তখন আমাদিগকে জানিয়া লইতে হইবে যে— **চরম কুরবানীর পরে আল্লাহতালার সাহায্য লাভ হয়।** ইহা মনে করা যে, তোমাদের বিরুদ্ধবাদী এবং ইসলামের দুশমনকে আল্লাহ্ তায়ালা শীঘ্র ধ্বংস করিয়া দিবেন কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী নহে। আল্লাহতায়ালা এইরূপ অবস্থায় আমা-

দিগকে আদেশ দিয়াছেন যেন, আমরা এইরূপ চিন্তা এবং দোয়া না করি বরং আমাদিগের এইরূপ দোয়া করা উচিৎ যে, হে খোদা! আমাদিগকে তৌফিক দাও যেন আমরা তোমার পথে এবং তোমার ধর্মকে জয়যুক্ত করিতে এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর ভালবাসাকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্টা করিবার জন্য চরম কুরবানী দিতে পারি এবং এই তৌফিকও দাও যেন তোমার দৃষ্টিতে যখন আসরের সময় হয়, অর্থাৎ চরম কুরবানীর সময়, তাহা আমাদের ভাগ্যে দাও, আমরা পথে যেন কাটা না যাই, আমরা দুশমনের হাতে যেন ধ্বংস না হই। হে খোদা! আমরা জানি যে, যদি তোমার তৌফিকে আসরের সময় পর্যন্ত তোমার পথে কুরবানী দিয়া যাই, তাহা হইলে তোমার সাহায্য নিশ্চয়ই আসিবে।

তখনকার পরিস্থিতিতে যখন ঘটনার চাপে মুখ হইতে আপনা আপনি متى نصر الله "কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিবে?" ধ্বনী বাহির হইবে তখনই সেই সময় হইবে যখন কুরআনের আয়াত—

الا ان نصر الله قريب

"ঐ দেখ; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটবর্তী" পূর্ণ হইবে। অর্থাৎ তখন আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য লাভ হইবে। আমরা কেন দুশমনের জন্য বদদোয়া করিব, কারন আমাদের সফলতায় তাহাদের বিনাশ এবং তাহাদের দুশমনীর সমাপ্তি। তাহারা হয় দৈহিকভাবে মারা যাইবে অথবা দুনিয়ার দিক থেকে দেখিতে তাহাদের ইসলামকে ধ্বংস করিবার সড়যন্ত্র বিফল হইয়া যাইবে পূর্ববর্তী নবীগনের জাতির মধ্যে কতকে হয় অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়াগিয়াছে অথবা সমস্তই ধ্বংস হইয়াগিয়াছে অথবা বিফল হইয়াছে। অর্থাৎ যখন কোন কাফের থাকিল না, কারন তাহারা ইসলাম গ্রহন করিল। সুতরাং সে জাতি কোথায় রহিল, যাহারা নবীকে ধ্বংস করিবে বলিয়াছিল? অতএব ইহাও ব্যর্থতা ও ধ্বংসের আর এক রূপ। যখন কোন জাতি বা ব্যক্তির সড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং উদ্দেশ্য বিফল হয়, তখন ইহাও এক প্রকার ধ্বংস। অতএব আমাদিগকে আমাদের দুশমনের শীঘ্র ধ্বংস হইবার জন্য দোয়া করিবার প্রয়োজন নাই, বরং এই দোওয়া করা কর্তব্য যে

হে খোদা! তুমি আমাদিগকে চরম কুরবানী দিবার তৌফিক দাও। যখন তোমার দৃষ্টিতে মহা উৎকণ্ঠার অবস্থার উদ্ভব হয় এবং চারিদিক হইতে নৈরাশ্যের কালো ছায়া দেখা দেয়, তখনও আমরা যেন তোমার বিশ্বস্ত বন্দা থাকি, আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাসঘাতকতার খেয়াল না জাগে এবং সেই সময় যখন তোমার অটল তকদীর এবং কানুন বলে যে তোমার সাহায্যে আসিবে, সেই সময় যেন আমাদের ভাগ্যে আসে, যাহাতে তোমার সাহায্যের আশ্রয়ে ইহকাল এবং পরকালে নিজ জীবন যাপন করিতে পারি, এবং সেই ব্যক্তি বা জাতি, যাহারা আল্লাহ্‌ তায়ালার এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দুশমন তাহারা বিফল মনোরথ হউক, দৈহিকভাবে ধ্বংস হইয়া যাউক অথবা তাহাদের সকল যড়যন্ত্র ব্যর্থ হউক এবং সেই দিনও আসুক যখন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিদ্বেষে ভরা অন্তর হযরত মোহম্মাদ (সাঃ)-এর প্রেমে বিভোর হইয়া যায়। ইহা আমাদের জন্য আরও আনন্দের কারন।

সুতরাং ইহাও মনে করা উচিৎ নহে যে সকাল ৮টার সময়ে, অথবা দশটার সময়ে অথবা বারটার সময়ে, অথবা দুইটার সময়ে অথবা তিনটার

সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য লাভ হইবে। কারণ তখনও তোমাদের পরীক্ষা সমাপ্ত হয় নাই. তোমাদের পরীক্ষা পূর্ণ হয় নাই এখনও তোমাদের পরীক্ষার দিন কাটে নাই। এখনও তোমরা খোদার পথে চরম কুরবানী দাও নাই। ইহা পূর্বেও ঘটে নাই এবং এখনও এরূপ ঘটিবার আশা নাই এবং ভবিষতেও এরূপ হইবে না। কুরআন করীম এই কথা সজোরে ঘোষনা করিয়াছে যে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য যখন তোমরা

তখনই লাভ হইবে متى نصر الله "কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিবে?" অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সময় পর্যন্ত কুরবানীর পর কুরবানী দিতে দিতে চলিয়া যাইবে এবং খোদাতায়ালার আঁচলকে ছাড়িবে না। তখন তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। ইহা ঐরূপ সাহায্য হইবে যাহা আজ হইতে চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে মুসলমানগণ লাভ করিয়াছিল—যাহা আজও আপন এবং পরের চক্ষুকে ধাঁধাঁ লাগাইয়া থাকে। সুতরাং ইহা সেই সাহায্য, আমাদিগকে যাহার প্রতিজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এবং উপরুক্তভাবেই সেই সাহায্য লাভ করিবার পন্থা। যদি আমরা এই পন্থা অবলম্বন না করি, তাহা হইলে আমরা ঐ সাহায্য পাইব না। ইহার পর খোদাতায়ালার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ থাকে? কারণ যখন তোমরা ৭টার বা দশটার পর জানী।

এবং মালী কুরবানী দিতে পরাঙ্মুখ হও, তখন তোমরা কিভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য লাভের প্রত্যাশা করিতে পার। এই বিষয় কুরআন করীমের হেদায়েত এবং আলোকের বহির্ভূত। কুরআন করীমে কোথাও কুরবানী দিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যের ওয়াদা দেখা যায় না।

তথাপি যাহারা আহমদী এবং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর রুহানী পুত্রের হাতে বেয়াত করিয়াছে এবং যাহারা প্রতিশ্রুত মাহদীর সহিত সম্বন্ধ রাখে, যাহার হেদায়েতের উপকরন স্বয়ং আঃ—হযরত (সাঃ)-এর দোওয়া এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ফযলের দ্বারা হইয়াছে এবং যিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রিয় ছিলেন এবং যাঁহাকে তিনি খাস ভাবে সালাম জানাইয়াছেন, যদিও সাধারন ভাবে তিনি সকল উম্মতের জন্য দোয়া করিয়াছেন এবং সকল যুগের জন্য করিয়াছেন, কিন্তু সেই দোয়ার জন্য এবং সালামের জন্য যে বিশেষ ব্যক্তিকে তিনি মনোনীত করিয়াছিলেন তিনি মাত্র এক জন অর্থাৎ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)—সেই অস্তিত্বের সহিত আমরা সংযুক্ত এবং আমরা তাঁহার দ্বারা জিন্দা খোদার জিন্দা নিদর্শন সমূহ দেখিয়াছি। যদি আমরা দুঃখ পাই তাহা হইলে কি আমরা ঘাবরাইয়া যাইব? আমরা প্রকৃত অর্থে আহমদীয়তের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর "যে আমাকে পাইয়াছে, যে সাহাবা (রাঃ) এর সহিত মিলিয়াছে" উক্তির আলোকে আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবাগনের মধ্যে সামিল হইয়াছি। আমরা কি কষ্ট দেখিয়া, আমরা কি দুশমনের ভয়ে, আমরা কি হত্যা ও ধ্বংসলীলা এবং দুশমনের অপরাপর ষড়যন্ত্রে ঘাবরাইয়া যাইব? আমাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন তোমরা দূর দুরান্তে চলিয়া যাও এবং ইসলামকে জয়যুক্ত কর। আমরা কি বিজয়ের পূর্বে অর্থাৎ আসরের ওয়াক্তের আগে হতাস হইয়া বসিয়া যাইব? না, খোদা না করুন। কখনও যেন এরূপ না হয়। ইনশাআল্লাহ্‌, তাঁহার ফযলে কখনও এরূপ হইবে না। কারণ আসমান এই ফয়সালা করিয়াছে যে ইসলাম সারা

বিশ্বে জয়যুক্ত হইবে। যমীন এই ফয়সালাকে বদলাইতে পারে না। সুতরাং আমাদিগকে এই দোয়া করিতে থাকা চাই, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন স্বীয় ফযলে আমাদিগকে চরম কুরবানী করিবার তৌফিক দেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালা যেন এই অনুগ্রহও করেন যে আমাদের মধ্যে ভারী সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ যেন চরম কুরবানী করার পর আল্লাহ্‌তায়ালার ফযলকে এই দুনিয়াতেই দেখিতে পায়।

(সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান, ৪ঠা মে, ১৯৭২ ইং খৃষ্টাব্দে)

অনুবাদঃ **মোহাম্মাদ**

বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার

—প্রথম সালানা ইজতেমা—

তারিখঃ ৬, ৭ ও ৮ই অক্টোবর, ১৯৭২ইং

রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার

স্থানঃ ৪নং বক্‌শীবাজার রোড, ঢাকা।

সকল খোদ্দাম ভ্রাতাদের ইজতেমায় শরীক হইয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। বিভাগীয় কায়েদ / জেলা কায়েদ এবং স্থানীয় কায়েদ সাহেবানদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাহারা যেন নিজ নিজ এলাকার খোদ্দাম ও আৎফাল যাহাতে অধিক সংখ্যায় ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করেন, সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। ইজতেমার কামিয়াবীর জন্যও খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে যে, ইজতেমায় অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক খাদেমকে নিজ বিছানা, থালা, গ্লাস এবং নাস্তার জন্য চিড়া, মুড়ি, গুড় বা ছোলা ইত্যাদি আনা প্রয়োজনীয়। খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ মজলিশের পক্ষ হইতে করা হইবে।

ইজতেমা উপলক্ষে 'ইতায়াতে নিজাম' (সংগঠনের প্রতি আনুগত্য) সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা ৭০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। প্রবন্ধ প্রতিযোগীতায় যাহারা অংশ গ্রহন করিতে চাহেন, তাহাদিগকে ইজতেমার প্রথম দিনে আহবায়কের নিকট প্রবন্ধ জমা দিতে হইবে।

শহীদুর রহমান—
মুনতাযেম (আহবায়ক,) ইজতেমা কমিটি,
বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল
আহমদীয়া, ঢাকা।
২৬/৯/৭২ইং

॥ রমজানের রোজা ॥

—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

বসন্তের ন্যায় প্রতি বৎসর মুমেনের রুহানী বাগানে আসে মাহে রমজান। রমজান হিজরী চান্দ্র বৎসরের নবম মাস। ইস্‌লামের আবির্ভাবের পূর্বে এই মাসের নাম ছিল "নাতক"। রমজান 'রামাজা ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ, উত্তপ্ত গরম।' শীত ঋতুর পর পর বসন্তের তপ্ত হাওয়া বৃক্ষ লতায় জাগায় যেরূপ নূতন স্পন্দন, ঠিক সেইরূপ সুদীর্ঘ এগার মাস পর রমজানের আগমনে মুমিনের জীবনে আসে নব চেতনা। রোজার সাধনায় শৈথিল্যভাব দূর হইয়া নব তেজে সাধক মুসলীমের পুনরায় যাত্রা হয় শুরু।

রোজার আরবী নাম "সীয়াম"। ইহা "সওম" ধাতু হইতে উৎপন্ন। অর্থ, বিরত থাকা এবং নীরব থাকা। ধৈর্য্য এবং সংযম অর্থেও ইহা ব্যবহার করা যায়। হিযরতের দ্বিতীয় বৎসরে সর্বপ্রথম রোজার হুকুম অবতীর্ণ হয়। পবিত্র কোরআনে রোজার প্রথম আদেশ নিম্নরূপে দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

يا ا يها ا لذ ين أ منو ا كتب عليكم
ا لصيا م كما كتب على ا لذ ين من قبلكم -
لعلكم تتقو ن ٥

অর্থাৎ, "হে মুসলমানগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হইল, যদ্রূপ তোমাদের পূর্বর্তীগণের উপর ফরজ করা হইয়াছিল, যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পার"—(বকর ২৩ রুকুঃ) এই আয়াতের প্রথম অংশে দেখা যায় যে, আমাদের জন্য যেরূপ রোজা ফরজ করা হইয়াছে সেইরূপ পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের জন্যও রোজাকে ফরজ করা হইয়াছিল। কোরআনের আলোতে সমস্ত ধর্মগুলির প্রতি লক্ষ করিলে দেখিতে পাই যে, ঐসকল ধর্মে বিভিন্নরূপে রোজার ব্যবস্থা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। হিন্দু ধর্মে প্রতি মাসে উপবাস ব্রতের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহুদীদের মধ্যে চল্লিশার রোজা পালন করা ফরজ। ইহা তাহাদের সপ্তম মাস তশরীকের, দশ তারিখে হইয়া থাকে। ইহা ঐ দিন যাহা ইসলামী মাস মহররমের দশ তারিখ। জাহেলিয়াতের যুগে আরবের লোকেরাও আশুরা বা মহররমের দশ তারীখে রোজা রাখিত। —(বোখারী ১ম খণ্ড, কিতাবুছ ছওম দ্রষ্টব্য)। তৌরাতে রোজার আদেশ যাত্রা ৩৪ঃ২৮ পদে এবং ইঞ্জিল কিতাবে রোজার হুকুম মথি ৪ঃ২ পদে দেওয়া হইয়াছে। Encyclopaedia Britanica-এর মতেও পৃথিবীর সকল ধর্মেই রোজার বিধান রহিয়াছে। Encyclopaedia এর লেখক বলেন It would be difficult to name any religious system of any description in which it is wholly unrecognised. (Vol. 10, Fasting শব্দ দ্রষ্টব্য)

আয়াতের শেষ অংশে বলা হইয়াছে যে, এই রোজা পালনের ফলে মুমিনগণ মুত্তাকী হইতে পারিবে। তাক্তাকুন শব্দ "ইত্তেকা" হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। ইহার অর্থ, ঢাল হওয়া, মুক্তির কারণ হওয়া। অর্থাৎ রোজা মানুষকে পাপ ও মন্দ হইতে ঢালের ন্যায় রক্ষা করে এবং মুক্তির পথকে সুগম করিয়া দেয়। পবিত্র কোরআনে ইহার পর বর্ণিত হইয়াছে, "ইহা

কতিপয় গণা দিবস (অর্থাৎ ৩০বা২৯ দিন)। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যাহারা পীড়িত অথবা মুছাফির থাকে তাহারা অন্য সময় গণনা পূর্ণ করিবে। আর ঐ সকল লোক যাহারা রোজা রাখিবার শক্তি না রাখে তাহারা একজন মিস্‌কিনকে (এক এক রোজার পরিবর্তে এক এক দিন) খাদ্য দিবে। ইহার পর যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া অধিক নেকী করে (অর্থাৎ ফিদিয়া দেওয়ার পরও রোজা রাখে) তাহা হইলে উহা তাহার জন্য উত্তম, আর তোমাদের জন্য (এরূপ) রোজা রাখাই উত্তম, অবশ্য যদি তোমরা বুঝ। রমজানের মাস, ইহাতে (প্রথম) কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল, যাহা মানবের জন্য হেদায়াত এবং পথ্‌প্রদর্শণের আলো এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। অতএব যাহারা এই মাস পায়, তাহারা এই সময়ে রোজা রাখিবে, আর যাহারা অসুস্থ ও সফরে থাকে তাহাদের জন্য অন্য সময়ে (অর্থাৎ সুস্থ হইলে এবং সফর শেষ হইলে গণনা (করিয়া রোজা) পূর্ণ করিবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য আরাম চাহেন, কষ্ট চাহেন না, যাহাতে তোমরা গণনা পূর্ণ করিতে পার। আর ইহার জন্য আল্লাহ্‌র গৌরব প্রকাশ কর, কেননা তিনি তোমাদিগের হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।" ইহার পর রোজার সময় কাল সম্বন্ধে পাক কালামে বলা হইয়াছে, "ভোর প্রকাশিত হইবার পূর্ব-পর্যন্ত খাও ও পান কর, অতঃপর রাত (আগমন অর্থাৎ সূর্য্যাস্ত) পর্য্যন্ত রোজাব্রত পূর্ণ কর।"—(বকর ২৩ রুকুঃ অর্থাৎ ভোর প্রকাশিত হইবার পূর্বক্ষণ হইতে সূর্য্যাস্ত কাল পর্যন্ত সকল প্রকার জৈবক্ষুধা সম্বরণ করিয়া থাকাই কোরআনের নির্দেশ।

রোজা সম্বন্ধে কতিপয় হাদিস ঃ—

১। আল্লাহ্ বলিয়াছেন, রোজা আমার জন্য, আর আমিই ইহার প্রতিফল। রোজাদারের মুখের গন্ধ মেশ্‌কের সুগন্ধ হইতেও আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম। রোজা ঢাল স্বরূপ। যখন তোমাদের কাহারও নিকট রোজার দিন উপস্থিত হয়, সে যেন মন্দ কথা না বলে এবং উচ্চস্বরে চীৎকার না করে। যদি তাহাকে কেহ তিরস্কার করে, সে যেন বলে আমি রোজাদার। (বোখারী, মুসলেম)

২। যে মিথ্যা কথা এবং তদনুযায়ী কার্য্য করা হইতে বিরত না হয় তাহার খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করার ভিতর আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নাই। (বোখারী—)

৩। যদি রোজা থাকা অবস্থায় ভুলে কেহ খায়, বা পান করে, তবে সে যেন রোজা পুর্ণ করে। কেননা আল্লাহ্ তাহাকে খাওয়াইয়াছেন ও পান করাইয়াছেন। (বোখারী —মুসলেম)

৪। রসুল করিম (সাঃ) রোজার অবস্থায় সিঙ্গা লইয়াছিলেন। (বোখারী— মুসলেম)

৫। যে কারণ ব্যতিত রমজানের একটি রোজা ও ভাঙ্গে, সারাজীবন রোজা রাখিলেও তাহার কাফফারা হইবে না। (তিরমিজী আবুদাউদ)

৬। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুছাফের হইতে অর্ধেক নামাজ এবং মুছাফের, স্তন্যদানকারী ও গর্ভবর্তী-স্ত্রীলোক হইতে রোজা বাদ দিয়াছেন।
(আবু দাউদ, তিরমিজী, নিছায়ী, ইবনে মাজা)।

৭। হফরে যে রোজা রাখে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আবাসে রোজা রাখে না। (ইবনে মাজা)

৮। আমাদের এবং কিতাব প্রাপ্তদের রোজার মধ্যে পার্থক্য হইল সেহরী খাওয়া (মুসলেম)

৯। আঁ —হযরতের (সাঃ) সেহ্‌রী খাওয়া এবং ফজরের নামাজের মধ্যে পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করিতে যে সময় লাগে ততখানি ব্যবধান ছিল। (বোখারী মুসলেম, তিরমিজী, ইবনে মাজা ও নেছায়ী)

১০। আল্লাহ্ বলেন আমার নিকট সেই বান্দাই উত্তম যে দ্রুত ইফতার করে। (তিরমিজী)

১১। রছুল করিম (সাঃ) ইফতারের সময় এই দোয়া পাঠ করিতেন। আল্লাহুম্মা লাকা চুমতু ওয়া আলা রেজকিকা—আফতারতু। অর্থাৎ হে আল্লাহ্। তোমার জন্যই রোজা রাখিয়াছি এবং তোমার দেওয়া রিজিক দিয়া ইফতার করিয়াছি।—(আবু দাউদ)

১২। আঁ—হযরত (সাঃ) বমি করিয়া রোজা ভাঙ্গিয়া ছিলেন। — (আবু দাউদ)

১৩। রমজানে শেষ দশ রাত্রির ভিতর যে কোন বেজোর রাত্রে কদরের রাত্রির তালাশ কর।

—(বোখারী —)

১৪। আঁ—হযরত (সাঃ) রমজানের শেষ দশ রাত্রিতে এতেকাফ করিতেন। —(বোখারী মুসলেম)

১৫। শীতকালে রোজা রাখাতে বিশেষপুরস্কার আছে। —(তিরমিজী—)

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে সঠিকভাবে রোজা পালনের তৌফিক দান করুন! আমিন।

পরলোকে ডাঃ আমির হোসেন

সরফরাজ, এম, এ, সাত্তার

উথলি মাহমদীয়া জামাতের প্রিয় প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ আমির হোসেন সাহেব আর ইহ-জগতে নেই, তিনি আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসিয়ে গত ৮ই জুলাই দিবাগত রাত্রে অমরলোকে তাঁর অমর আত্মা স্বীয় মাওলার সন্নিধানে পৌঁছে গেছেন। ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন। প্রার্থনা করি তাঁর অমর আত্মাকে আল্লাহ তায়ালা ফেরদৌস জান্নাতে স্থান প্রদান করুর। আমিন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু স্বীয় কীর্তির দ্বারা যুগ যুগ ধরে আমদের মাঝে বেঁচে থাকবেন। দীর্ঘদিন তাঁর সংশ্রবে থেকে তাঁকে যেনটি দেখেছি, তাঁর কাছ থেকে যেমনটি পেযেছি তাঁর সুললিত কণ্ঠ থেকে যেমনটি শ্রবন করেছি, তাই আজ বন্ধুগণের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও ন্যায়পরায়ন। অন্যায় কাজকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। কোন প্রকার অন্যায় কাজ দেখলেই তার বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়াতেন। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও বংশের বড়াই তাঁর মাঝে ছিল না। অতি সাদাসিদে জীবন যাপন করতেন এবং ছোট বড় ধনী দরিদ্র সকলের সহিত সমান ব্যাবহার করতেন। এমনকি মুচি মেথরকেও তিনি তুমি বলতেন না, বরং আপনি বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর গুণের প্রশংসায় আহমদী অনআহদী আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে সকলই পঞ্চমুখ। তিনি ছিলেন সত্যানুরাগী। ছোটকাল থেকেই বিভিন্ন মতের বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিতেন, এবং সেখানে যতটুকু যুক্তি সঙ্গত সত্য তা তিনি কুড়িয়ে নিতেন। তাঁর মাঝে গোঁড়ামির লেশমাত্র ছিল না। কোন কথাকেই যুক্তির মাপকাঠি দ্বারা বিচার বিবেচনা না করে অন্ধের মত মেনে নিতেন না, আবার কোন কথাকেই বিচার বিবেচনা না করে হেঁসে উড়িয়ে দিতেন না। যখন তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র, তখন থেকেই মুসলমান জাতির অধঃপতন; আলেম আর আলেমে, পীর আর পীরে ঝগড়া কলহ এবং একই ইসলামে বিভিন্ন দল ও উপদল ইত্যাদি লক্ষ্য করে তাঁর অন্তরে চিন্তার সুত্রপাত হয় এবং প্রকৃত সত্যকে অনুসন্ধান করার প্রেরণা জন্মে। সত্যকে জানার এবং তাকে লাভের আশায় বহু জায়গা ভ্রমনও করেন। ডাঃ আমির হোসেন সাহেব আল্লাহতায়ালার সন্ধানে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তাই আল্লাহতায়ালা তাঁকে সত্য এবং সঠিক পথ দেখায়ে দেন। ইংরাজী ১৯৩৪ সালে তিনি হজরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জাহির হওয়ার শুভসংবাদ লাভ করেন, এবং ১৯৩৫ সালে কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন কালে মরহুম জনাব আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের তবলীগে বয়াত গ্রহণ করে পবিত্র আহমদী সিলসিলাভুক্ত হন। সত্যকে গ্রহণ করে কৃপণের ধনের ন্যায় ইহাকে তিনি ঘরের কোণে লুকিয়ে রাখেন নাই, উহাকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য আহার

নিদ্রা পরিত্যাগ করে চতুর্দ্দিকে প্রচার এবং প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এইরূপ ধর্মানুরাগ দর্শন করে, তাঁর অভিভাবক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মরহুম জনাব এরশাদ আলী বিশ্বাস সাহেব, ছোট ভ্রাতার গুনাবলীতে মুগ্ধ হয়ে বয়াত গ্রহণ করেন ; তিনি তাঁকে কৃষ্ণনগর থেকে নিয়ে এসে স্থানীয় কেরু কোম্পানীতে ফার্ম সুপারভাইজারের পদে একটি চাকুরীতে নিয়োগ করেন। তখনকার দিনে এই পদে বহাল থেকে কুলি মজুর এবং কোম্পানীকে ফাঁকী দিয়ে টু পাইস অর্জন করে গাড়ী বাড়ী করা অতি সহজ ব্যাপার ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন ফুলের মতো পবিত্র। যেখানেই যেতেন তবলীগ করতেন। তাঁর সততা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা অচিরেই উপরওয়ালা ইউরোপীয়ান সাহেবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সবার কাছে তিনি প্রশংসার পাত্রে পরিগণিত হলেন। এমনকি তাঁর সততার প্রশংসা কোম্পানীর প্রধান অফিস কলকাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু এদিক দিয়ে কুলি মজুর এবং কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে যারা টু-পাইস অর্জন করার কাজে মত্ত, তাদের কাছে তিনি চক্ষুশূলে পরিণত হলেন। এদের মধ্যে ধরবাবু নামে একজন হিন্দু লোকের নাম উল্লেখযোগ্য। শত প্রলোভন দেখায়েও যখন তিনি ডাক্তার সাহেবকে সততার পথ থেকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হলেন না, তখন নানাভাবে নানা ছলনায় তিনি ডাক্তার সাহেবের বিরুদ্ধে দল পাকাতে লাগলেন। ন্যায়ের পথে তিনিই একা, আর অন্যায়ের পথে ধরবাবুর দলই ভারী হলো। কিন্তু ইউরোপীয়ান সাহেবেরা তাঁর সত্য-বাদীতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ভিজিটিং সুপারভাইজারের পদে উন্নীত করলেন, কিন্তু তিনি আর চাকুরী করলেন না। চাকুরী ত্যাগ করে স্বাধীন জীবন যাপন করার নিমিত্ত হ্যোমিওপ্যাথিকে পেশা হিসাবে বেছে নিলেন, এবং পরবর্তী কালে তাতে সুনাম ও যশ অর্জন করেন। চাকুরী ছেড়ে দেওয়ার কিছুদিন পর কেরু কোম্পানীর ম্যানেজার স্বয়ং তাঁর বাস ভবনে আগমন করেও ছয় শত টাকা বেতন, গাড়ী বাড়ী এবং আরও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাঁকে চাকুরী করার জন্য তোষামোদ করেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে সাহেবকে বলেছিলেন—"আমি এখন থেকে আল্লাহতায়ালার চাকরী করবো।" তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টা, সাধনা এবং একনিষ্ঠ ত্যাগের ফলেই ১৯৫১ সালে উথলিতে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি একজন অসিয়তকারী ছিলেন। তাঁরই চেষ্টা এবং ত্যাগেই উথলিতে পাকা মসজিদ স্থাপিত হয়, যার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন হযরত মির্জা তাহের আহমদ সাহেব। তাঁরই নিজ ব্যয়ে ১৯৫৩ সালে তিনি উথলিতে একটি জলসাও করেছিলেন, যার প্রধান বক্তা ছিলেন জনাব আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)। এক সময় তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে উথলি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আদর্শবান সাধক পুরুষ। তাঁর অন্তর্ধানে আমাদের মাঝে যে অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালা সেই অভাব পূরণ করত আমাদিগকে আদর্শবান রূপে গড়ে তুলে সত্য সঠিক এবং সরল পথে পরিচালিত করুন, মরহুমের ন্যায় দানকে দুনিয়ার উপর স্থান দিয়ে কথায় এবং কাজে সত্যকে তুলে ধরার শক্তি প্রদান করুন। আমীন।

বিভিন্ন জরুরী নির্দেশ ও সংবাদ

রমজান সম্পর্কে নির্দেশাবলী ঃ

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি মহান স্তম্ভ পবিত্র রমজানের রোজা পালন। পবিত্র রমজান মাস প্রায় সমাগত। ইহা ফজিলতের ও বরকতের মাস। সকল আহমদীর এই মাস হইতে পুরাপুরি ফায়দা হাসিল করার জন্য এখন হইতে নিয়ত বাঁধিতে হইবে। এই উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে জমাতের বন্ধুদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

(ক) প্রত্যেক আহমদী যাহারা রোজা রাখিতে সক্ষম, তাহারা বিনা ব্যাতিক্রমে রোজা রাখিবেন। যদি কেহ শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী রমজান মাসে রোজা রাখিতে সত্যই অক্ষম হন, তাঁহারা বৎসরের অন্য সময়ে রোজা রাখিবেন এবং যাহারা সম্পূর্ণ অপারগ তাহারা ফিদিয়া দিবেন। রমজানের যেমন বহু রুহানী দিক আছে তেমনি ইহার বাহ্যিক অনেক দিক আছে। বাহ্যিক দিকগুলির মধ্যে একটি হইল দিবসে রোজার সম্মান রক্ষা করা এবং লোক জনের সমক্ষে পানাহার না করা। যাঁহারা রমজান মাসে জায়েজ কারণে রোজা রাখিতে পারেন না তাঁহারা প্রকাশ্যে পানাহার হইতে বিরত থাকিবেন।

(খ) এই পবিত্র মাসে প্রত্যেক আহমদীকে তালিমুল কোরআনের প্রতি বিশেষ মনযোগী হইতে হইবে। কোরআন শরীফ নাজেরা অন্ততঃ এক খতম দিবেন এবং যাহারা পড়িতে জানেনা তাহারা অপরে পাঠ করার সময় বসিয়া শুনিবে।

(গ) রমজান মাসে নফল এবাদতের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ; কারণ ইহা দোয়া কবুলিয়তের মাস। নামাজ তারাবী ও তাহাজ্জুদ ইত্যাদি বেশী বেশী পড়ার বন্দবস্ত করিবেন।

(ঘ) রমজানের শেষ দশ দিন মসজিদে ইতেকাফে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এ বৎসর যেন আরও বেশী সংখ্যক আহকদী অংশ গ্রহন করেন। সেই জন্য রমজানের শুরুতেই সক্ষম ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন।

(ঙ) প্রত্যেক মসজিদে এবং মহল্লায় মহল্লায় এবং বাড়ীতে বাড়ীতে বাকায়দা যেন দরসে-কোরআন অনুষ্ঠিত হয়। রমজান শুরু হওয়ার প্রারম্ভেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(চ) প্রত্যেক মসজিদে এজতেমায়ী ইফতারী ও এজতেমায়ী দোয়ার এন্তেজাম করিবেন। কমপক্ষে প্রতি গৃহে পুরুষ ও স্ত্রী ছেলে মেয়ে সকলে সম্মিলিত ভাবে এফতারী ও এফতারীর পর নামাজান্তে এজতেমায়ী দোয়া করিবেন।

(ছ) রমজান মাসের মধ্য ভাগেই ফিতরানা আদায় করিয়া স্থানীয় জমাতের মজলিশে

আমেলার মিটিং-এ জমাতের গরীব ও মুস্তাহেকদের মধ্যে বন্টন করা একান্ত প্রয়োজন—যাহাতে তাহারাও ঈদের খুশীতে শরীক হইতে পারেন। প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রী ও শিশুর জন্যও ফেতরানা দিতে হইবে। আদায়কৃত ফিতরানার এক দশমাংশ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় দফতরে পাঠাইতে হইবে। কণ্ট্রোলের গম ও চাউলের দামের মিলিত নিরিখ ধরিয়া ফেতরানা মাথা পিছু ২°২৫ (দুই টাকা পচিশ পয়সা) টাকা এবং অর্ধেক ১°১২ (এক টাকা বারো পয়সা) ধার্য করা গেল। প্রত্যেক জামাতে উপরুল্লিখিত মত ফেতরানা ফণ্ডের শতকরা দশভাগ কেন্দ্রীয় অফিসের জন্য রাখিয়া বাকী টাকা হইতে জামাতের গরীব ও মুস্তাহেকীনদেরকে ঈদের খরচের জন্য সাহায্য করিবেন। যে জামাতে ফিতরানা লইবার স্থানীয় লোক থাকিবে না বা ফিতরানা বিতরনের পর টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে, সেই জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব সমস্ত বা উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রীয় বাঙলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়া অফিসে প্রেরণ করিবেন, যাহাতে সেই টাকা হইতে দেশের বিভিন্ন জামাতের মিস্কিন দিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে। উক্ত টাকার সহিত ফিদিয়ার টাকাও কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাইবেন।

(জ) হযরত রসুল করিম (দঃ) রমজান মাসে তুফানের তুল্য সদকা ও খয়রাত করিতেন। বর্তমানে বড়ই অভাবের দিন যাইতেছে। আল্লাহতায়ালা যাহাদিগকে সামর্থ দিয়াছেন তাহারা এই সময়ে গরীব ও দুঃখী ভাই দিগকে যথা সম্ভব অবিরাম সাহায্য করিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করুন।

১৯৭১-৭২ সালের সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার বাজেট

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) উক্ত বিষয় সম্বন্ধে একটি বড়ই উৎসাহ ও উদ্দিপনা ব্যঞ্জক খুত্‌বা দিয়াছেন, যাহা ৩১শে আগষ্ট তারিখের 'বদর' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। হুজুর বলিয়াছেন একান্ত প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়াও আল্লাহতায়ালার ফজলে সদর আঞ্জুমনের বাজেট কেবল পুরা হয় নাই বরং উদ্বৃত্ত হইয়াছে। হুজুর বলিয়াছেন জামাতের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুনাফেক রটনা করিয়াছিল যে এই খলিফার অযোগ্যতার জন্য জামাতের মধ্যে কুধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সজীবতা নাই বরং কমজোরী আসিয়াছে, এবং এখন তিনি আর পয়সা পাইবেন না। তাহারা ভাবিয়াছিল যে দেশের খারাপ পরিস্থিতির কারণে চাঁদা স্বাভাবিক ভাবে কম হইবে এবং এতদ্বারা তাহারা বলিতে পারিবে যে তাহারা যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্য হইয়াছে এবং খলিফার অযোগ্যতা (নাউজুবিল্লাহ) প্রতিপন্ন হইবে।

হুজুর বলিয়াছেন যে মুনাফেকগণ মোমেন দিগকে চিনিতে পারে নাই এবং তাহারা বুঝে নাই যে তাহাদের বিরুদ্ধ প্রচারনার দ্বারা মোমেনগণ বিভ্রান্ত হইবে না। ফলে আল্লাহতায়ালার ফজলে ৩৭ লক্ষ টাকার বাজেট পুরা হইয়াও প্রায় ৩৪ হাজার টাকা উদ্বৃত হইয়াছে। (আলহামদুলিল্লাহ)।

হুজুর বলিয়াছেন যে তিনি কোন দিন যোগ্যতার দাবী করেন নাই এবং দাবী করার কোন প্রশ্নই নাই। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহা সাব্যস্ত করিয়াছে যে "আমি নালায়েক হইয়াও আল্লাহর দরবারে স্থান পাইয়াছি"।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে হুজুর বলেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখানকার ১৪১৪৭০ (এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার চারশত সত্তুর) টাকার বাজেট সদর আঞ্জুমান হইতে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও চাঁদা আদায় হইতেছে এবং খরচ হইতেছে এবং আমি আশা করি যে সেখানেও বেশী আমদ হইবে।

হুজুর বলেন, হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) এক জায়গায় জামাতকে "হে তামার অস্তিত্ব বৃক্ষের শাখা সমূহ" বলিয়া বড়ই প্রেম সুচক সম্বোধন করিয়াছেন। আমি আজ জামাতকে অনুরূপ ভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিতেছি "হে মসিহ মোহাম্মদী এবং প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)-এর অস্তিত্ব বৃক্ষের ঐ সকল শাখা যাহারা উত্তম ফলের ভারে ঝুঁকিয়া গিয়াছে, তোমাদের প্রতি আমার রব্বে করীমের সালাম।"

বন্ধুগনের অবগতির জন্য আমাদের গত বৎসরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে এপ্রিল ১৯৭২ :

আদায়কৃত লাজেমী, তাহরিকে-জদীদ ও ওয়াকফে জদীদের চাঁদা :	১৮৬২৬.৪৬
'সর্বপ্রকার খরচ'— (সদরের বিভিন্ন সেগার মুরব্বী, মোয়াল্লেম ইত্যাদির বেতন ও সফর খরচ এবং কেন্দ্রীয় অফিসের খরচ) :	১৮৩৪৮.৫৪
উদ্বৃত্ত	২২৭৭.৯২

চলতি সনের মে হইতে আগষ্ট পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব :

কেন্দ্রীয় অফিসে প্রাপ্ত সব প্রকার চাঁদা :	৩১৫০৬.১২
সর্ব প্রকার খরচ :	২২৭৬৫.৪৭
উদ্বৃত্ত	৮৮৪২.৬৫

বন্ধুগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, হুজুর বাংলাদেশ আঞ্জুমানকে সদর আঞ্জুমানের লাজেমী চাঁদা, তহরীকে জদীদের চাঁদা ও ওয়াকফে জদীদের চাঁদা খরচ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

অডিটর মিঃ উজীর আলী সাহেব বাংলাদেশ আঞ্জুমানের গত এক বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব অডিট করিয়া ঠিক পাইয়াছেন।

পুস্তক প্রকাশনা

বন্ধুগনের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে আল্লাহতায়ালার ফজলে হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর "ইসলামী উসুল কী ফিলসফী" পুস্তকের বঙ্গানুবাদ হইয়া গিয়াছে এখন উহার রিভিজন করিয়া ইনশাল্লাহ আগামী ঈদুল আজহার মধ্যে ছাপাইবার ইচ্ছা আছে। বন্ধুগন দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতায়ালা এই ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর "পয়গামে সুলেহ" যাহার বাঙলা অনুবাদ "শান্তির বার্তা" নামে অনেক পূর্বে কলিকাতা আঞ্জুমান হইতে ছাপান হইয়াছিল, উহার অনুবাদটি বিভিজন করিয়া আগামী ঈদুল ফেতরের মধ্যে ছাপাইবার ইচ্ছা আছে বন্ধুগণ এ জন্য ও দোয়া করিবেন। এখানে প্রকাশ থাকে যে প্রথমোক্ত পুস্তকটি প্রকাশের জন্য এক বন্ধু টাকা দিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পুস্তকটির জন্য কয়েক বন্ধু টাকা দিতে চাহিয়াছেন। তাহাদের সকলকে আল্লাহতায়ালা ফজল এবং বরকতে ভূষিত করুন।

দ্রষ্টব্যঃ— মফঃস্বল জামাত হইতে ২৩.৫০ (তেইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সার) টাকার একটি মনি ওডার পাওয়া গিয়াছে কিন্তু উহার কুপনে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা লিখা না থাকায় রশীদটি পাঠান যাইতেছে না। যিনি উক্ত টাকা পাঠাইয়াছেন মেহেরবাণী করিয়া অনতিবিলম্বে তাহার নাম ঠিকানা যানাইবেন।

আফ্রিকায় আহমদী মহিলার কুরবাণীর উজ্জল দৃষ্টান্ত

ঘানায় এক আহমদী মহিলার নিজ ব্যয়ে তথায় একটি মিশন হাউস করিয়া দিয়াছেন এবং মসজিদ নির্ম্মানের জন্য চারলক্ষ টাকা দিয়াছেন। উক্ত মসজিদের জায়গাও তিনি দান করিয়াছেন হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আই:) এর আহ্বানে সাড়া দিয়া আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রেডিও ষ্টেশন স্থাপনের যাবতীয় খরচ ও তিনি বহন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা এই মহান কোরবানীকে কবুল ও বরকত যুক্ত করুন এবং তাঁহাকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন (আমীন)। বাংলাদেশের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল আহমদীর জন্য বিশেষ এক উজ্জল আদর্শ স্বরূপ এবং ইহার অনুসরনে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকেও কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

তাহরীকে জদীদ ঃ— আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে আগামী অক্টোবর তাহরীকে জদীদের শেষ মাস। অতএব বন্ধুগন তৎপর হউন এবং ব্যক্তিগত ও জমাতের ওয়াদা আদায় করত : সত্বর অত্র অফিসে পাঠাইয়া আল্লাহতায়ালার রহমতের উত্তরাধিকারী হইবেন।

নুসরৎ জাহান রিজার্ভ ফাণ্ড ঃ— যে সমস্ত ভ্রাতা এই মোবারক তাহরীকে অংশ গ্রহন করিয়াছেন, তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষন করা যাইতেছে যে, নভেম্বর মাসের মধ্যে তাহাদিগকে নিজ ওয়াদার টাকা দিতে হইবে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট বন্ধুগন নভেম্বর মাসের মধ্যে আপন আপন ওয়াদা পুরনের জন্য প্রস্তুত হউন। কোরআনের আলোতে ওয়াদার টাকা ঋনের তুল্য। হযরত রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যাক্তি ঋনের টাকা পরিশোধ করিবার ইচ্ছা রাখে আল্লালতায়ালা তাহার ঋন পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দেন। সুতরাং বন্ধুগন প্রত্যেকে তাহরীকে জর্দীদ, নসরৎ জাহান প্রভৃতি ফাণ্ডের ওয়াদার টাকা পরিশোধ করিবার জন্য আল্লাহতায়ালার হুজুরে সবিনয়ে দোয়া করুন, নিশ্চয় আল্লাহতারালা আপনাদিগকে ওয়াদা কৃত চাঁদা পরিশোধ করিবার তৌফিক দিবেন এবং আপনাদের মালে বহু বরকত দিবেন।

জামাতের প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাহারা জুম্মার নামাজে এই সার্কুলার পড়িয়া সবলকে শুনাইবেন এবং রমজানের পালন সম্বন্দে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে উহা স্ব স্ব জামাতে এবং স্থানে কার্যকরী করিয়া জামাতকে রুহানীয়াতের দিক দিয়া উন্নত করিবেন এবং আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ভাজন হইবেন। কোরআন করিমেরবা কায়দা দরসের প্রতি প্রসিডেন্ট, মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবানকে পুনরায় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করা যাইতেছে তাহারা মেহেরবানী করিয়া রমজানের পালন সম্বন্ধে অত্র অফিসে পাক্ষিক রিপোর্ট দিবেন। ওয়াস্‌সালাম

ইতি—

খাকসার

মোহাম্মাদ

আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত, শিরক বা (খোদাতায়ালার) অংশীবাদিতা হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমণ, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তির ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দুরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িবে, রসুলে করিম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রসংশা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোনো উপায়ে আল্লার সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোনো মুসলমানকে কোনো প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়ছালা মানিয়া লইবে। কোনো বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে। এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোত ভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যানে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও পবিত্র হইবে যে, দুনিয়ার কোনো প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক বা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মধ্যে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এস্তেহার তকমীলে তবলীগ,
১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ও তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুনঃ—

* The Holy Quran. with English Translation		Ta. 125.00
* The Introduction & Commentry of The Holy Quran	(5 vol.)	
* The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	Ta. 2.00
* Ahmadiyat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	Ta. 8.00
* Invitation to Ahmadiyat	,,	Ta. 8.00
* The Life of Muhammad (P. B.)	,,	Ta. 8.00
* The New World Order	,,	Ta. 3.00
* The Economic Structure of Islamic Society	,,	Ta. 2.50
* Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Ta. 0.62
* Attitude of Islam Towards Communism	Moulana A.R. Dard (R)	Ta. 1.00
* The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	Ta. 0.50
* কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)	Ta, 1.25
* ধর্মের নামে রক্তপাত	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Ta. 2.00
* আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মদ	Ta. 1.00
* ইসলামেই নবুয়াত	,,	Ta. 0.50
* ওফাতে ঈসা	,,	Ta. 0.50

ইহা ছাড়া ঃ—

* বিভিন্নধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ, এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র।

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা-১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Rabin Printing & Packages
For the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.